

পৃথিবীতে কালে কালে যুগে যুগে অনেকে এসেছেন মানুষকে সুর্গের পথ দেখাতে। সৃষ্টিকর্তা কেমন, তাঁকে পাওয়া যায় কিভাবে, কোন পথে যেতে হবে এসব তারা বলেছেন। তারা হলেন অবতার, পথ প্রদর্শক বা পরম কর্ণশাময়ের প্রতিনিধি। তাদেরকে সেই জীবন নৌকার মাখিও বলা হয়েছে, যারা নাকি আমাদের এই জীবন সাগর পার করে ওপারে সেই অপার আনন্দের দেশে নিয়ে যাবেন। যদি কোন ছেঁড়া কাপড় চোপড় পরা, ভবস্থুরে ধরনের লোক এসে আপনাকে বলে যে, সে দেশের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এসেছে আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। আপনি নিষ্য বুবাবেন যে, সে হয় পাগল, নয়তো প্রতারক ও ঠগবাজ। খবরের কাগজে প্রায়ই এ ধরনের প্রতারকদের সম্পর্কে লেখা হয়, যারা যিথ্যা ভাবে সরকারী বা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সেজে সোকদের ঢেঁটানোর চেষ্টা করে ধরা গড়ে। যিনি দেশের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হবেন তার অবশ্যই থাকবে উপযুক্ত পরিচয়পত্র এবং যোগ্যতা।

সারা বিশ্বের প্রভু বা মালিক যিনি, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে যিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে আসবেন, তাঁর অবশ্যই থাকতে হবে উপযুক্ত যোগ্যতা, গুণবলী ও ক্ষমতা। এই প্রতিনিধির জীবন, আচার-আচরণ, চরিত্র এসব কিছুই হতে হবে সৃষ্টিকর্তার মত, থাকতে হবে কথায় কাজে মিল। প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধ্যে আমরা পরম কর্ণশাময়ের জীবন ও যোগ্যতাওলির অঙ্গে মিল দেখতে পাই। সৃষ্টিকর্তা যেমন তেমনই যীশু খ্রিস্টও পবিত্র, নিকাম, জীবন দাতা ও জীবন্ত। যীশু খ্রিস্টের জন্ম হয়েছিল অলৌকিকভাবে।

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে, এই টিকানায় খোঁজ করবেন,

মিডিয়া আর্টেরিচ, পোস্ট বৰ্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

ই-মেইল: mediaoutreach.ag@gmail.com

Web: www.mediaoutreachbd.com

BEN 01



ঘূর্ণী

তরা ভদ্র। নদী কানায় কানায় তরে উঠেছে। সুদূরে কোন পাহাড়-পর্বত ধোয়া ঘোলা পানি তর তর করে বয়ে যাচ্ছে। এই নদীর পানিতে কত কি দূর থেকে ভেসে আসে? ভাল কিছু হলে ছেলেরা সাঁতরে ধরে নিয়ে আসে। একবার একটি কলাগাছ এক কাদি কলা সমেত ভেসে যাচ্ছিল। বেগে তখন এগারোটা। অনেকেই নদীর ঘাটে গোসল করার জন্য জমা হয়েছে। কলা গাছটি দেখতে পেয়ে করিম ও রহিম পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। যে আগে ধরতে পারবে কলা কাদি তারই হবে। তাই তারা তর তর করে এগিয়ে চললো। করিম রহিমের থেকে বলিষ্ঠ, সাঁতার কাটেও ভাল। সে রহিমের থেকে হাত পাঁচেক আগে যাচ্ছিলো। কলাগাছ প্রাতের টানে কিন্তু বেল এগিয়ে শিয়েছিল। করিম ধরে আর কি। এমন সময় একটা ঘূর্ণীর মধ্যে সে পড়ে গেলো। প্রথমে সে অতটা বুবাতে পারেনি। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে বুলো যে, সে এগুলে পারছে না। কলাগাছ দূরে চলে যাচ্ছে। এর পর চললো, ঘূর্ণীয়ে সঙ্গে করিমের আগ্রাগ যুদ্ধ। উত্তম সাতারুর মত সে চেষ্টা করলো। কিন্তু ক্রমেই যেন কি শক্তি তাকে পানির তলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে রহিম এগিয়ে গেল কলা গাছের দিকে। গাছটি ধরে রহিম যখন ফিরে চাইলো করিমের কি হলো দেখবার জন্য, সে দেখতে পেল যে করিম ঘূর্ণীর চাপে তলিয়ে যাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যে বিয়ট ঘূর্ণী ধীরে ধীরে করিমকে চেপে পানির তলায় নিয়ে গেল। করিমের কথা ভাবতে আমাদের মনে ব্যথা লাগে। আহা! সোনার চাঁদ ছেলে, দেখতে দেখতে পানিতে তলিয়ে গেল। বদ্ধ! আজ এই জগতের পাপ ও অধর্মের ঘূর্ণীতে কত শত লোক প্রতিদিন রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে তা কি ভেবে দেখেছেন? মানুষ ঝাঁপ দেয় কামনার বস্তি লাভ করবার জন্য ঝাঁপ দেবার সময়ে একবার ভাবে না যে, সে তলিয়ে যেতে পারে ঘূর্ণীতে। তখন তার সামনে কামনার বস্তি এত বড় হয়ে উঠে যে, সে অন্ধ হয়ে যায়। ভাববার আর সবুর তার সয় না। নিজের সাঁতার কাটবার শক্তি, নিজের বল, নিজের বুদ্ধি, নিজের অর্থ সামর্থ্যের উপর মানুষ কত নির্ভর করে। কিন্তু তারা বুঝে না যে ঘূর্ণীর চাপে ও পাপের প্রাতের টানের কাছে তার বল-বুদ্ধি ইত্যাদি সবই ব্যর্থ। বাইবেল বলে-“প্রত্যেকে ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়। পরে কামনা সগর্ভ হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ পরিপক্ষ হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়” –যাকোব ১:১৪-১৫।

এই কামনার বশবর্তী হয়ে আমরা কত পাপ করি। বাইবেল বলে – ‘সকলেই পাপ করিয়াছে’ –রোমায় ৩:২৩। “পাপের বেতন মৃত্যু” রোমায় ৬:২৩। এই মৃত্যু শুধু দৈহিক মৃত্যু নয়, কিন্তু এই মৃত্যু দ্বারা মানুষ ত্রিকালের জন্য যা কিছু আলোকময়, যা কিছু সুন্দর, তাঁর থেকে ও দৈশ্বর থেকে বিছিন্ন হয়ে যায়। ঘূর্ণী থেকে যেমন নিজের চেষ্টায় বাঁচা যায় না, এখানে বল বুদ্ধি, অর্থ সামর্থ্য, ধর্ম, সবই বিফল হয়।

জগতের কেন মানুষ কোন বদ্ধ কি প্রিয়জন, কি শুরু পুরোহিত কেউই এখানে বাঁচাতে পারে না। দূরে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতে পারেন, সহানুভূতি জানাতে পারেন, কিন্তু বাঁচাবার শক্তি কারোর নেই। মানুষের সম্পূর্ণ অক্ষম অবস্থা ও অসহায়তা দেকে প্রভু যীশু খ্রিস্ট মানবের সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বাঁচাতে এই পাপময় পৃথিবীতে আজ হতে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে জন্মাইহও করেছিলেন। তিনি বলে ছিলেন, ‘আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায়।’ মানুষকে উপদেশ দিতে, বা একটা ধর্ম স্থাপন করতে তিনি আসেননি। তিনি জীবন দিতে এসেছিলেন। জগতে ধর্মের অভাব নেই, জীবন দেলে মানুষ তবে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে পারবে।

মানুষকে কামনায় ঘূর্ণী ও পাপের আবর্ত থেকে বাঁচাতে তিনি তাদের জন্য প্রাণ দিলেন। নিজে নিষ্পাপ নিষ্কলন্ক ছিলেন বলৈই তিনি সকল পাণী মানুষের পাপত্বের বহুল করলেন। শাস্ত্রে আছে ‘তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ হইলেন, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্চ হইলেন’ যিশা ৫৩:৫। ‘রক্ত সেচন ব্যক্তিরেকে পাপের মোচন হয় না’ ইৰীয় ১৯:২২। এই জন্য তিনি তাঁর পবিত্র রক্ত সেচন করলেন। মৃত্যুর তিনি দিন পরে যীশু পুনর্জীবিত হলেন ও পাপেআবর্ত ঘূর্ণী থেকে মানুষকে টেনে তুললেন। তিনি আজ জীবিত আছেন। তাতে বিশ্বাস করে তাঁকে ডাকলে তিনি আপনাকে উদ্ধৃত করবেন। তাই যদি আপনি আপনার পাপের জন্য অনুত্ত হয়ে পাপ দ্বাকার ও যীশুর কাছে ক্ষমা ভক্ষণ করেন, এবং তাবে আপনার ব্যক্তিগত আগর্কর্তারপে হৃদয়ে হৃষণ করেন। তবে তিনি আপনাকে মুক্ত করে শাস্তি ও অনন্ত জীবন দেবেন।

একদিন পথে একজন মহিলাকে দেখলাম যিনি তার ব্যাগ-জিনিস পত্র নিয়ে কোথাও রওনা দিয়েছেন। হয়ত ট্রেইনে বা বাসে যাবেন রিঙ্গার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একটি অল্প বয়সের ছেলে আসলো রিঙ্গা চালিয়ে, কিন্তু মহিলা সে রিঙ্গার উঠলেন না স্বাভাবিক ভাবে বুলালাম এ ছেলেটির উপর তিনি নির্ভর করতে পারছেন না–বাদি কোন দুর্বলী রয়েছে নাটুন ঘূর্ণী? একটু পরে আসলো একজন বয়োবৃন্দ লোক। কিন্তু এবারও যাত্রি রিঙ্গা নিলেন না। কি জানি পথে যদি দেরি হয়ে যায়? শেষ পর্যন্ত একজন শক্ত সামর্থ্য রিঙ্গাওয়ালাকে পেয়ে গেলেন তদ্ব মহিলা, খুশি মনে তার রিঙ্গায় উঠে বসলেন। এবার তিনি বুঝলেন তার যাত্রা নিশ্চিত ও নিরাপদ।

ঘূর্ণী

তরো ভাদ্র। নদী কানায় কানায় তরে উঠেছে। সুদুরে কোন পাহাড়-পর্বত ধোয়া ঘোলা পানি তর তর করে বয়ে যাচ্ছে। এই নদীর পানিতে কত কি দূর থেকে ভেসে আসে? ভাল কিছু হলে ছেলেরা সাঁত্রে ধরে নিয়ে আসে। একবার একটি কলাগাছ এক কাদি কলা সমেত ভেসে যাচ্ছিল। বেলা তখন এগারোটা। অনেকেই নদীর ঘাটে গোসল করার জন্য জমা হয়েছে। কলা গাছটি দেখতে পেয়ে করিম ও রহিম পানিতে বাঁপ দিয়ে পড়লো। যে আগে ধরতে পারবে কলা কাদি তারই হবে। তাই তারা তর তর করে এগিয়ে চললো। করিম রহিমের থেকে বলিষ্ঠ, সাঁতার কাটেও ভাল। সে রহিমের থেকে হাত পাঁচেক আগে যাচ্ছিলো। কলাগাছ প্রাতের টানে কিন্তু বেল এগিয়ে শিয়েছিল। করিম ধরে আর কি। এমন সময় একটি ঘূর্ণীর মধ্যে সে পড়ে গেলো। প্রথমে সে অটো বুরাতে পারেনি। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে বুলো যে, সে এগুতে পারছে না। কলাগাছ দুরে চলে যাচ্ছে। এর পর চললো, ঘূর্ণীর সঙ্গে করিমের আগ্রাম যুদ্ধ। উভয় সাতারুর মত সে চেষ্টা করলো। কিন্তু ক্রমেই যেন কি শক্তি তাকে পানির তলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে রহিম এগিয়ে গেল কলা গাছের দিকে। গাছটি ধরে রহিম যখন ফিরে চাইলো করিমের কি হলো দেখবার জন্য, সে দেখতে পেল যে করিম ঘূর্ণীর চাপে তলিয়ে যাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যে বিরাট ঘূর্ণী ধীরে ধীরে করিমকে চেপে পানির তলায় নিয়ে গেল। করিমের কথা ভাবতে আমাদের মনে ব্যথা লাগে। আহা! সোনার চাঁদ ছেলে, দেখতে দেখতে পানিতে তলিয়ে গেল। বক্স! আজ এই জগতের পাপ ও অধর্মের ঘূর্ণীতে কত শত লোক প্রতিদিন রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে তা কি ভেবে দেখেছেন? মানুষ বাঁপ দেয় কামনার বস্তু লাভ করবার জন্য বাঁপ দেবার সময়ে একবার ভাবে না যে, সে তলিয়ে যেতে পারে ঘূর্ণীতে। তখন তার সামনে কামনার বস্তু এত বড় হয়ে উঠে যে, সে অন্ধ হয়ে যায়। ভাববার আর সবুর তার সয় না। নিজের সাঁতার কাটবার শক্তি, নিজের বল, নিজের বুদ্ধি, নিজের অর্থ সামর্থ্যের উপর মানুষ কত নির্ভর করে। কিন্তু তারা বুঝে না যে ঘূর্ণীর চাপে ও পাপের প্রাতের টানের কাছে তার বল-বুদ্ধি ইত্যাদি সবই ব্যর্থ। বাইবেল বলে—“প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরিষিক্ষিত হয়। পরে কামনা সংগৰ্ভ হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ পরিপক্ষ হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়”—যাকোব ১:১৪-১৫।

পৃথিবীতে কালে কালে যুগে যুগে অনেকে এসেছেন মানুষকে স্বর্গের পথ দেখাতে। সৃষ্টিকর্তা কেমন, তাঁকে পাওয়া যায় কিভাবে, কোন পথে যেতে হবে এসব তারা বলেছেন। তারা হলেন অবতার, পথ প্রদর্শক বা পরম কর্মাময়ের প্রতিনিধি। তাদেরকে সেই জীবন নৌকার মাঝিও বলা হয়েছে, যারা নাকি আমাদের এই জীবন সাগর পার করে ওপারে সেই অপার আনন্দের দেশে নিয়ে যাবেন। যদি কোন চেঁড়া কাপড় চোপড় পরা, ভবযুরে ধরনের লোক এসে আপনাকে বলে যে, সে দেশের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এসেছে আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। আপনি নিশ্চয় বুবাবেন যে, সে হয় পাগল, নয়তো প্রতারক ও ঠগবাজ। খবরের কাগজে প্রায়ই এ ধরনের প্রতারকদের সম্পর্কে লেখা হয়, যারা মিথ্যা ভাবে সরকারী বা কেন প্রতিঠানের প্রতিনিধি সেজে লোকদের চেষ্টা করে ধরা পড়ে। যিনি দেশের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হবেন তার অবশ্যই থাকবে উপযুক্ত পরিচয়পত্র এবং মোগ্যতা।

সারা বিশ্বের প্রভু বা মালিক যিনি, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে যিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে আসবেন, তাঁর অবশ্যই থাকতে হবে উপযুক্ত মোগ্যতা, গুণাবলী ও ক্ষমতা। এই প্রতিনিধির জীবন, আচার-আচারণ, চরিত্র এসব কিছুই হতে হবে সৃষ্টিকর্তার মত, থাকতে হবে কথায় কাজে মিল। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আমরা পরম কর্মাময়ের জীবন ও মোগ্যতাগুলির আন্তর মিল দেখতে পাই। সৃষ্টিকর্তা যেমন তেমনই যীশু খ্রীষ্টও পরিব্রহ্ম, নিষ্কাম, জীবন দাতা ও জীবন্ত। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল অলোকিকভাবে।

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে, এই ঠিকানায় খোঁজ করবেন,
মিডিয়া আউটরিচ, পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

ই-মেইল: mediaoutreach.ag@gmail.com
Web: www.mediaoutreachbd.com

এই কামনার বশবর্তী হয়ে আমরা কত পাপ করি। বাইবেল বলে—“সকলেই পাপ করিয়াছে”—রোমায় ৩:২৩। “পাপের বেতন মৃত্যু” রোমায় ৬:২৩। এই মৃত্যু শুধু দৈহিক মৃত্যু নয়, কিন্তু এই মৃত্যু দ্বারা মানুষ চিরকালের জন্য যা কিছু ভাল, যা কিছু আলোকময়, যা কিছু সুন্দর, তাঁর থেকে ও দ্বিশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘূর্ণী থেকে যেমন নিজের চেষ্টায় বাঁচা যায় না, এখনে বল বুদ্ধি, অর্থ সামর্থ, ধর্ম, সবই বিফল হয়।

জগতের কোন মানুষ কোন বদ্ধ কি প্রিয়জন, কি শুরু পুরোহিত কেউই এখনে বাঁচাতে পারে না। দূরে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতে পারেন, সহানুভূতি জানাতে পারেন, কিন্তু বাঁচাবার শক্তি কারোর নেই। মানুষের সম্পূর্ণ অক্ষম অবস্থা ও অসহায়তা দেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানবের সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বাঁচাতে এই পাপময় পৃথিবীতে আজ হতে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলে ছিলেন, “আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায়।” মানুষকে উপদেশ দিতে, বা একটা ধর্ম স্থাপন করতে তিনি আসেননি। তিনি জীবন দিতে এসেছিলেন। জগতে ধর্মের অভাব নেই, জীবন দেলে মানুষ তবে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে পারেন।

মানুষকে কামনায় ঘূর্ণী ও পাপের আবর্ত থেকে বাঁচাতে তিনি তাদের জন্য প্রাণ দিলেন। নিজে নিষ্পাপ নিকলন্ত ছিলেন বলেই তিনি সকল পাপী মানুষের পাপভার বহন করলেন। শাস্ত্রে আছে “তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ হইলেন, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চৰ্ছ হইলেন” যিশু ৫৩:৫। “রক্ত সেচন ব্যতিরেকে পাপের মোচন হয় না” ইরোয় ১৯:২২। এই জন্য তিনি তাঁর পবিত্র রক্ত সেচন করলেন। মৃত্যুর তিনি দিন পরে যীশু পুনর্জীবিত হলেন ও পাপেতাবর্তত ঘূর্ণী থেকে মানুষকে টেনে তুললেন। তিনি আজ জীবিত আছেন। তাতে বিশ্বাস করে তাঁকে ডাকলে তিনি আপনাকে উদ্ধার করবেন। তাই যদি আপনি আপনার পাপের জন্য অনুত্ত হয়ে পাপ স্বীকার ও যীশুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, এবং তাবে আপনার ব্যক্তিগত আগকর্তারপে হৃদয়ে গ্রহণ করেন। তবে তিনি আপনাকে মুক্ত করে শাস্তি ও অন্ত জীবন দেবেন।

একাদিন পথে একজন মহিলাকে দেখলাম যিনি তার ব্যাগ-জিনিস পত্র নিয়ে কোথাও রওনা দিয়েছেন। হয়ত টেনে বা বাসে যাবেন রিঙ্গার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একটি অল্প বয়সের ছেলে আসলো রিঙ্গা চালিয়ে, কিন্তু মহিলা সে রিঙ্গার উঠলেন না স্বাভাবিক ভাবে বুরুলাম এ ছেলেটির উপর তিনি নির্ভর করতে পারছেন না—নি! কোন দুর্ঘটনা ঘটায়? একটু পরে আসলো একজন বয়োরুদ লোক। কিন্তু এবারও যাত্রি রিঙ্গা নিলেন না। কি জানি পথে যদি দেরি হয়ে যায়? শেষ পর্যন্ত একজন শক্ত সামর্থ রিঙ্গাওয়ালাকে পেয়ে গেলেন ভদ্র মহিলা, খুশি মনে তার রিঙ্গায় উঠে বসলেন। এবার তিনি বুবালেন তার যাত্রা নিশ্চিত ও নিরাপদ।

